দৈনিক খবর

তারিখ 07 FEB 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

চাকসু নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে

ভার্সিটি চত্বর ছিল মিছিল সমাবেশে ভরপুর

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারী।- চাকসু'র নির্বাচনী প্রচারণা আজ শেষ হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বৃহস্পতিবার ৮ই ফেব্রুয়ারী।

নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিলের পর মিছিল এবং সমাবেশ হয়েছে। সমগ্র ক্যাম্পাস সেজেছে বর্ণাঢ্য সাজে। রং-বেরংয়ের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছে

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

চাকসু নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপরূপ। ফ্যাকাল্টি ভবন ও আবাসিক হলের দেওয়াল থেকে শুরু করে পথঘাট পর্যন্ত চিকায় ভরে গেছে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আগামীকাল বিকেল ৪টার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরের যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন এবং নিজস্ব যানবাহনগুলোও তল্লাশী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকল ক্লাস ও অফিসসমূহ এবং শনিবার ক্লাস বন্ধ থাকবে। আগামীকাল সকাল থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত মিছিল, সমাবেশ ও মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গতকাল চাকসু ও হল ছাত্র সংসদে ভিপি, জিএস প্রার্থীদের সাথে উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রার্থীদের পরিচিতি সভা গতকাল মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হাসান মাহমুদ। বক্তৃতা করেন চাকসু'রসহ সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন, চাকসু'র উপ সহ-সভাপতি রেজাউল হাসান, ছাত্রলীগের (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মোস্তফা ফারুক, ছাত্র দলের আবু তাহের, ছাত্র ইউনিয়নের ইয়াসমীন আলপনাসহ নেতৃবৃন্দ। ঐক্য প্রার্থীদের সমর্থনে ছাত্রীরাও গতকাল পৃথক একটি মিছিল করেছে।

গতকাল ইসলামী ছাত্র শিবিরের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হামিদ হোসাইন আজাদ। বক্তৃতা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের, শামসুল ইসলাম, চাকসু'র সাবেক সহ-সভাপতি জসীমউদ্দীন সরকার, মনসুর মাহমুদ, হামিদুর রহমান আজাদ ও মইনুল হোসেন।

ভোটদান ব্যবস্থা

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ভোট দেয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পূর্বে বা পরে কাউকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। ছাত্রদের ভোট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে এবং ছাত্রীদের ভোট শামসুন্নাহার হল কেন্দ্রে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভোট দেয়ার ব্যবস্থাঃ আলাওল হলের ভোটার নম্বর ১ থেকে ৩৭৫ এক নম্বর কক্ষে, ৩৭৬ থেকে ৭১৭ দুই নম্বর কক্ষে, ৭১৮ থেকে ১০৭৩ এবং ১০২৩২ তিন নম্বর কক্ষে। এএফ রহমান হলের ভোটার নম্বর ১০৭৪ থেকে ১৪৫০ এক নম্বর কক্ষে, ১৪৫১ থেকে ১৯৩৮ দুই নম্বর কক্ষে। শাহজালাল হলের ভোটার নম্বর ১৯৩৯ থেকে ২৪৪৯ এক নম্বর কক্ষে, ২৪৫০ থেকে ২৯৯১ দুই নম্বর কক্ষে, ২৯৯২ থেকে ৩৬০১ তিন নম্বর কক্ষে এবং ৪ নম্বর কক্ষে ৩৬০২ থেকে ৪০১৭ ও ১০২৫৪।

সোহরাওয়ার্দী হলের ভোটার নম্বর ৪০১৮ থেকে ৪৫৮৬ এক নম্বর কক্ষে, ৪৫৮৭ থেকে ৫০৩৩ দুই নম্বর কক্ষে, ৫০৩৪ থেকে ৫৪০৮ ও ১০৩১১ তিন নম্বর কক্ষে। শাহ আমানত হলের ভোটার নম্বর ৫৪০৯ থেকে ৬১১৪ এক নম্বর কক্ষে, ৬১১৫ থেকে ৬৭৯৫ দুই নম্বর কক্ষে, ৬৭৯৬ থেকে ৭৫০৫ তিন নম্বর কক্ষে এবং ৭৫০৬ থেকে ৭৯৮৪ ও ১০৩২৩ চার নম্বর কক্ষে।